পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

১৪৪৩ হিজরি
২০ অক্টোবর, ২০২১

বিশেষ ক্রোড়পত্র

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আয়োজনে : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

৪ কার্তিক ১৪২৮
২০ অক্টোবর ২০২১

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহ'কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জন্ম ও ওফাতের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) সারাবিশ্বের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' তথা সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। দুনিয়ার তাঁর আগমন ঘটেছিল 'সিরাজাম মূনিরা' তথা আলোকোজ্জ্বল প্রদীপরূপে। তৎকালীন আরবসমাজের অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অন্ধকারের বিপরীতে তিনি মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। আল্লাহর প্রতি অতুলনীয় আনুগত্য, অগাধ প্রেম ও ভালবাসা, অনুপম চারিত্রিক গুণাবলি, অপরিমেয় দয়া মহৎ গুণের জন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে অভিষিক্ত। এ জন্য পবিত্র কুরআনে তাঁর জীবনকে বলা হয়েছে 'উসওয়াতুন হাসানাহ্' অর্থাৎ সুন্দরতম আদর্শ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপর অবতীর্ণ করে জগতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে তিনি শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারাবিশ্বে এ মহাগ্রন্থের মর্মার্থ ছড়িয়ে দেন। তিনি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও অধিকার, শ্রমের মর্যাদা এবং মনিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিদায় হজের ভাষণ মানবজাতির জন্য চিরকালীন দিশারী হয়ে থাকবে।

বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদ' ছিল মহানবী (সা.) এর বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট দলিল। এ দলিলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন ঘোষনা রয়েছে। ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। মহানবী (সা.)- এর জীবনাদর্শ আমাদের সকলের জীবনকে আলোকিত করুক, আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক, মহান আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সা.) এর সুমহান আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দিন। আমীন!

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর অনুপম আদর্শ

-আল্লামা মুফতি রুহুল আমীন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি , যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন । দরুদ ও সালাম নিবেদন করছি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি যিনি যাবতীয় উন্নত চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

হে নবী আমি আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত স্বরুপ প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭।)

আল্লাহ তায়ালা তাহার নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে জিন ও মানবজাতি উভয়ের কাছে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

হে রাসুল (সা.) আপনি ঘোষণা দেন যে আমি সকলের নিকট রাসুল হিসেবে প্রেরিত ।
(সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৮।)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-
সমস্ত মানুষকে সুসংবাদ দাতা ও সাবধানতা প্রদর্শনকারী রূপে আপনাকে পাঠিয়েছি। (সূরা সাবা, আয়াত:২৮।)

বোঝা গেল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সকল সৃষ্টির প্রতিই রহমতের আধার স্বরূপ। রাসুল (সা.) আল্লাহর নির্দেশাবলী পালনের কারণে এবং রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার কারনে গোটা জাতির জন্য রহমত স্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি রিসালাতকে পরিপূর্ণ মান্য করবে সে পরিপূর্ণ রহমত প্রাপ্ত হবে। জান্নাতে প্রবেশ করবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। আর এটা বলা বাহুল্য, গোটা জগতের জন্য যিনি রহমত রূপে প্রেরিত হয়েছেন কেবলমাত্র তার বাতানো পথেই রহমত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে।

রাসুল (সা.) এর জীবনপ্রণালীর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব, আয়াত ২১।)

প্রযুক্তির এই যুগেও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে মহানবীর আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। রাসুল (সা.) এর মাথায় লোহার হেলমেটের কড়ি ঢুকে যাওয়ার পরেও তিনি কোন বদদোয়া করেননি, বরং বলেছেন-

আয় আল্লাহ! তারা বোঝে না, অবুঝ তাই এটা করেছে, আপনি আমার এই অবুঝ কওমকে হেদায়াত দান করুন। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগি ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।
(সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৫৯।)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ (সা.) কে দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হলে তিনি তুলনামূলক সহজটি গ্রহণ করতেন। (-বুখারি, মুসলিম)

রাসুল (সা.) দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রেও নরম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যখন হযরত মুয়াজ ও হযরত আবু মুসা আশআরিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইয়ামান পাঠালেন তখন বলে দিলেন, তোমরা লোকদের প্রতি কোমল আচরণ করবে, কঠোর হবেনা। (-বুখারি)

কোমল আচরণ কল্যাণের একটি নিদর্শন। মহানবী (সা.) বলেন, কোমলতা যে জিনিসের মধ্যে থাকে সে জিনিসকে আরো সুন্দর করে তোলে। (-মুসলিম)

একজন মুসলমানের উচিত নয় আরেকজন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা। একদা হযরত আবু দারদা (রা.) লক্ষ্য করলেন একজন মানুষকে সবাই তিরষ্কার করছে তখন হযরত আবু দারদা (রা.) জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তিরষ্কৃত ব্যক্তিটি যদি কূপের ভিতরে পতিত হতো তাহলে কি তোমরা তুলতে না? লোকেরা বলল, হ্যাঁ তুলতাম। তখন আবু দারদা বললেন, তাকে তিরষ্কার করো না, বরং সাহায্য করো। আল্লাহ তোমাদেরকে এই বিপদ থেকে হেফাজত করেছেন।

রহমত ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির ওসিলা হলো বিনম্র ব্যবহার। মাখলুকের প্রতি সদয় হওয়া ও বিনম্র ব্যবহার করা আল্লাহ তায়ালার রহমত প্রাপ্তির অন্যতম কারণ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মতো কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন। •

লেখক: গভর্নর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৪ কার্তিক ১৪২৮
২০ অক্টোবর ২০২১

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জন্ম এবং ওফাতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ১২ রবিউল আউয়াল তথা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বিশ্ববাসী বিশেষত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহ্‌কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য 'রাহমাতুল্লিল আ'লামীন' তথা সারা জাহানের রহমত হিসেবে। নবী করিম (সা.)- কে বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)। মুহাম্মদ (সা.)- এসেছিলেন তওহিদের মহান বানী নিয়ে। সব ধরনের কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার, পাপাচার ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মানবসত্তার চিরমুক্তির বার্তা বহন করে এনেছিলেন তিনি। বিশ্ববাসীকে তিনি মুক্তি ও শান্তির পথে আসার আহবান জানিয়ে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং সত্যের আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।

বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে শান্তি- সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা দিক বিবেচনা করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন মানব ইতিহাসের প্রথম প্রশাসনিক সংবিধান 'মদিনা সনদ'। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)- এর অনবদ্য ভূমিকার আরেকটি অনন্য স্মারক হুদায়বিয়ার সন্ধি। বাহ্যিক পরাজয়মূলক হওয়া সত্ত্বেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। তাঁর অমিত সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা তখনকার মানুষকে যেমন বিমুগ্ধ করে, তেমনি অনাগত মানুষদের জন্যও শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)- এর শান্তিপূর্ন 'মক্কা বিজয়' মানব ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। কার্যত তিনি বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ও বিনা ধ্বংসে মক্কা জয় করেন। শত অত্যাচার-নির্যাতন ও যুদ্ধ করে আজীবন যে জাতি নবী করিম (সা.)- কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, সেসব জাতি ও গোত্রকে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন করে এবং তাদের সঙ্গে উদার মনোভাব দেখিয়ে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বের দ্বারা মানুষের মন জয় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এমন নজির বিশ্বে দুর্লভ।

ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শিক্ষা সমগ্র মানব জাতির জন্য অনুসরণীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। করোনা মহামারীসহ আজকের দ্বন্দ্ব- সংঘাতময় বিশ্বে প্রিয়নবী (সা.)- এর অনুপম জীবনাদর্শ, তাঁর সর্বজনীন শিক্ষা ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং ইবাদতের মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি, ন্যায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে।

আমি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)- এর এই দিনে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীর শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দান করুন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, খাতামুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল 'আলামীন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মহিমান্বিত জন্ম দিবস তথা পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.) এর প্রতি অসংখ্য দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি। এ পবিত্র দিবস উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৩ হিজরি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিবারের মতো এবারও পক্ষকালব্যাপী মহতী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এসব তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাই ।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনে বিশ্বমানব লাভ করেছে কল্যাণময় হিদায়াত, মানবিক মূল্যবোধ ও অনুপম জীবন ব্যবস্থার সন্ধান। মহান আল্লাহর প্রতি মহানবী (সা.) এর সুদৃঢ় ঈমান ও অতুলনীয় আনুগত্য, ভারসাম্যপূর্ণ নীতি এবং সামগ্রিক কল্যাণ ভাবনা মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন, 'লাক্বাদ কা-না লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উস্‌ওয়াতুন হাসানাহ- অর্থাৎ তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব-২১)

মহানবী (সা.) তাঁর অনুপম শিক্ষা, আদর্শ ও নির্দেশনা দ্বারা অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অনাচারে পূর্ণ আরবসমাজে শান্তি, সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার ও কল্যাণময় এক স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি করেন। সে আলোর রেশ ধরে সারা পৃথিবী এখন জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সভ্যতা চর্চায় আলোকিত। পূর্ব-পশ্চিমসহ বিশ্বের সর্বত্র ইসলাম আজ ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় ধর্ম এবং এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ। তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের প্রত্যেককে গড়ে তুলেন গোটা বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে। মহানবী (সা.) এর অনুপম শিক্ষা ও আদর্শেই নিহিত আছে মানবতার প্রকৃত কল্যাণ, শান্তি ও মুক্তি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহব্বত দান করুন এবং তাঁর সুন্নতের অনুসরণ, প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সচিব
(দায়িত্বেরত)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এঁর জন্ম ও ওফাতের দিন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বিশ্ববাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। এ ধরাধামে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এঁর আবির্ভাব বিশ্ব মানবতার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তা' আলার অসীম রহমত।

আল্লাহ তা' আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সমস্ত বিশ্বের রহমত এবং গোটা মানবজাতির জন্য আদর্শরূপে প্রেরণ করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু খাতামুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তাই নন বরং সকল যুগ ও সকল কালের জন্য একমাত্র আদর্শ ও পথপ্রদর্শক । এ জন্যই তাঁর আদর্শ বিশ্বজনীন । মহানবী (সা.)- এঁর অনুপম জীবনাদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমাজের সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সহিংসতা, হানাহানি, নৈরাজ্য ও অস্থিরতা দূরীভূত করে একটি শান্তিপূর্ণ, কল্যাণমুখী সমৃদ্ধশালী ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

ইসলাম প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাসূলুল্লাহ (সা.)- এঁর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ সঠিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে স্মরণিকা প্রকাশ এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা সাফল্যমন্ডিত হোক-এই কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার
(অতিরিক্ত সচিব)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বাণী

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এঁর পৃথিবীতে আগমনের মহিমান্বিত দিন। সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে কয়েকটি আনন্দঘন দিন রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পৃথিবীতে নবীজি (সা.)-এর শুভ আগমনের দিন। মহান আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে প্রেরণ করেন। দুনিয়ার বুকে তাঁর আগমন ঘটেছিল আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ রূপে। সভ্যতা বিবর্জিত তৎকালীন সমাজের অনাচার, অবিচার, অসত্য ও অন্ধকারের বিপরীতে তিনি মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, সুন্দর ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও মানব কল্যাণে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সীরাতুন্নবী মজলিস উদ্বোধনের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ২৭ এপ্রিল বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপনের শুভ সূচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিবছর যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন করে আসছে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৩ হিজরি উদ্‌যাপনে এ বছরও আমরা পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছি। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে ১৫ দিনব্যাপী ওয়াজ-মাহফিল, হামদ-নাত, ক্বিরাত মাহফিল, রাসূল (সা.) শানে পাঠের আসর, বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় মহানবী (সা.)- এর জীবন ও কর্মের উপর সপ্তাহব্যাপী সেমিনার, ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, স্মরণিকা ও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ ও মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলা আয়োজন ইত্যাদি। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়ে আলোচনা সভা, ওয়াজ মাহফিল ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন পূর্বক আয়োজন করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৩ হিজরি উপলক্ষ্যে আমাদের গৃহীত সকল কর্মসূচি কবুল করুন। একই সঙ্গে প্রিয়নবী (সা.) শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনযাপনের তাওফিক দিন। আমিন।

ড. মো. মুশফিকুর রহমান

ইসলামে মহানবী (সা.) এর প্রতি সৃষ্টিকুলের ভালবাসা

অধ্যক্ষ, ড. মুফতি মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী

মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল নবী এবং রাসূলের সর্দার। তিনি হলেন সকল পয়গাম্বরের নির্যাস। মহান আল্লাহ তাঁকে অনুপম আদর্শ ও অতুলনীয় চরিত্র মাধুরী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

"আর আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"

তাঁর চরিত্র বা আখলাক এমনই যে সৃষ্টিকূল তাঁর জন্য মাতোয়ারা। এমন কোন প্রশংসিত গুণ নেই যার অধিকারী তিনি ছিলেন না। তিনি মানবীয় সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। যে কারণে কেবল মানুষই নয় ; সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে, জড়-অজড় সকলেই তাঁকে ভালবাসে। এমনকি প্রাণিজগতের সকল সৃষ্টি এবং অপ্রাণি জগতেরও সকল সৃষ্টি তাঁকে ভালবাসে ; এর অসংখ্য প্রমাণ কুরআন হাদিসে বিদ্যমান। কোন সৃষ্টিই তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেনি। তিনি সকলের নিকট মহাসম্মানীয়। তিনি তাঁর অতুলনীয় ও অনুপম চরিত্র দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, আদম সন্তানের মধ্যে আদর্শিক গুণসমূহ বিদ্যমান থাকলে শুধু বনী আদমই নন, বরং সৃষ্টি জগতের সকল মাখলুক তাকে ভালাবাসবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাঁর এই চরিত্র মাধুরী এবং উসওয়া-ই হাসানা তথা সর্বোত্তম আদর্শ বিশ্বের সকল স্তরের জ্ঞানী-গুণীকে মুগ্ধ করেছে। তিনি এতই মানবীয় গুণের অধিকারী ছিলেন যে, ছয়শত বছরের ঘন-কাল অমানিশাকে দূরীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, দ্বন্দ্ব-কলহ-বিবাদ-বিষম্বাত সবকিছুই তিনি সমাজ থেকে উৎখাত করে মানুষের জীবনে শান্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি শিরকমুক্ত তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি ছাতার নিচে সমবেত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি কেবল মক্কা আর মদীনা নগরীকে নিয়েই ছিলেন না, বরং তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন হয়ে জগতের সকলের জন্য একজন মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। যে কারণে পৃথিবীর সকলের জন্যই তিনি আশীর্বাদ এবং শান্তির দূত। তিনি ব্যক্তি জীবন থেকে যেনা-ব্যভিচার, লোভ-লালসা, মোহ-মাৎসর্য, কাম- ক্রোধের মূলোৎপাটন করেছেন। ফলে ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তিনি সমাজ থেকে মদ, জুয়াসহ অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, ফলে সুশীল সমাজ বিনির্মিত হয়েছে। সকল প্রকার অবিচার দূর করে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন,

"হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। মাখজুমী গোত্রের একজন নারীর চুরির বিষয়টি কোরেশ সম্প্রদায়কে চিন্তিত করে ফেলে। তারা এ বিষয়টি নিয়ে পরস্পরে বলাবলি করে যে, কে এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নিকট সুপারিশ করতে পারবে (এই মর্মে যাতে হাত কর্তন করা না হয়) ? তারা সকলে বলাবলি করে ঠিক করল যে, এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর অতীব প্রিয় ব্যক্তি হযরত উসামা ইবন যায়েদ (রা.) এর বুকে সুপারিশ করার সাহস আছে। অতঃপর এ বিষয়টি নিয়ে হযরত উসামা (রা.) আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সাথে কথা বললেন। এতদশ্রবণে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে বললেন ঃ হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর শাস্তির বিধান সম্পর্কে সুপারিশ করছ ? অতঃপর নবী (সা.) খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী কাওমের লোকদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ হলো : যখন তাদের মধ্য কোন ভদ্রলোক (ধনী লোক) চুরি করে, তখন তারা তাকে (প্রহসনের বিচার করে) ছেড়ে দেয়, আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল লোক (গরিব লোক) চুরি করে, তখন তারা তার উপরে শাস্তির বিধান জারি করে। আর আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদ (সা.) এর কন্যা ফাতেমাও চুরি করে, অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দেবো।"

প্রিয়নবী (সা.) অমুসলিম জিম্মিদের সাথে সম্পর্কের এবং আচরণগত বিষয়ে বলেছেন,

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবন জারাদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত রাজস্ব আদায়কারী জিম্মির উপর জুলুম করল, আমি কিয়ামত দিবসে তার বিরুদ্ধে লড়াই করব।"
মহানবী (সা.) শ্রমিকদের সম্পর্কে বলেছেন,

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা শ্রমিকের পাওনা তার গায়ের ঘাম শুকাবার আগে দিয়ে দাও।"
এভাবে এমন কোন সেক্টর বা বিষয় নেই যার সম্পর্কে প্রিয়নবী (সা.) এর বাণী নেই। তাঁর এ সকল বাণী দ্বারা পৃথিবীর মানুষ সত্যের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে এবং এ কারণে জগতের সকল মাখলুক তাঁকে ভালবাসে। তিনি তো একটি অধপতিত ধ্বংসোম্মুখ মানুষগুলোকে জাহান্নামে নিপতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"আর তোমরা স্বরণ কর, আল্লাহর সেই অনুগ্রহ যা তোমাদের উপর রয়েছে--তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তোমাদের হৃদয়ে মহব্বত সৃষ্টি করেন, ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা ছিলে এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলতে পার।"

এ সকল আয়াত ও উপরোল্লিখিত হাদিস প্রমাণ করে যে, প্রিয়নবী (সা.) ছিলেন শান্তির দূত এবং রহমতের ভাণ্ডার। যে কারণে সৃষ্টিকূল তাঁকে ভালবাসে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রিয়নবী (সা.) এর প্রতি ভালবাসা হলো একটি আধ্যাত্ম বিষয়ও। পিয়ারা নবী (সা.) এর প্রতি মহব্বত এবং ভালবাসা প্রদর্শন একটি শারঈ বিষয়ও বটে। তাঁকে ভাল না বাসলে ঈমানদার হওয়া যাবে না। ঈমানের পূর্বশর্ত হলো পিয়ারা নবী (সা.) কে পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি ও জগতের সকলের চেয়ে অধিক পরিমাণে ভালবাসা। যারা আল্লাহকে ভালবাসে তাদের উপর আবশ্যক হলো : নবীয়ে পাক (সা.) কে মহব্বত করা। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবীকে ভালবাসতে এবং মহব্বত করতে বান্দাদের প্রতি আদেশ করেছেন। তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.) এর যিকিরকে সবার ঊর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর হাবীব (সা.) কে তা'যীম এবং তাওকীর (সম্মান) করারও নির্দেশ প্রদান করেছেন।

মহানবী (সা.) এর প্রতি আনুগত্য করাকে আল্লাহর আনুগত্য বলা হয়েছে। আল্লাহকে মহাব্বত করা ফরজ বিধায় তাঁর আদেশ মতে তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.) কে মহব্বত করাও ফরজ। যারা এর ব্যতিক্রম করবে তারা দুনিয়া এবং আখেরাতের লাঞ্ছনার শিকার হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রিয়নবী (সা.) কে ভালবাসা মানে আল্লাহকে ভালবাসা, বিধায় সকল সৃষ্টিই জানে যে তাঁকে ভালবাসলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে। এ কারণে শুধু মানুষই নয়, বরং উহুদ পাহাড় তাঁর সম্মানে কেঁপে উঠেছে। কূপের পানি তাঁর থুতু মুবারকের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাথর তাঁকে ছালাম দিয়েছে এবং উস্তনে হান্নানা-গাছের শুকনো ডাল তাঁর বিরহে কেঁদে উঠেছে।

আমরা যারা তাঁর আদরের উম্মত তাদের উচিৎ সর্বাবস্থায় প্রিয়নবী (সা.) এর আচার-আচরণ এবং উত্তম আদর্শাবলী কে অনুশীলন করা। নিজে মানা এবং সকল উম্মতকে এর প্রতি পালনে দাওয়াত দেয়া। •

লেখক: গভর্নর. ইসলামিক ফাউন্ডেশন।